# কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৮ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০১৪ খ্রি. ❑ ১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ❑ ১৪২১ বঙ্গাব্দ



বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত সুনামগঞ্জের ছাতকে সোনাই নদী , রাবার ড্যাম ।

## বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

# কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

**প্রধান উপদেষ্টা**
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

**উপদেষ্টামণ্ডলী**
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ রমজান আলী
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আতাহার আলী
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

**সম্পাদক**
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

**ফটোগ্রাফি**
মোঃ আব্দুল মাজেদ
ক্যামেরাম্যান

**প্রকাশক**
তাহমিনা বেগম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

**মুদ্রণে**
প্রিন্টোলাইন
৫১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৩২২২২১


## সম্পাদকীয়

চলতি ২০১৪-১৫ উৎপাদন বর্ষে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে কৃষক পর্যায়ে ৬০,৯৯১ মেঃটন বোরো ধান বীজ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। এর মধ্যে ভিত্তি (Foundation) শ্রেণির ২৭০৪.০৯৪ মেঃটন, প্রত্যায়িত (Certified) শ্রেণির ৫৯৬৮.৮৭৪ মেঃটন ও হাইব্রিডসহ মানঘোষিত (Truthfully leveled seed) শ্রেণির ৫২৩১৮.৯৬২ মেঃটন বোরো ধান বীজ রয়েছে। "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে আঞ্চলিক বীজ বিক্রয় কেন্দ্র, জেলা ট্রানজিট বীজ বিক্রয় কেন্দ্র, বীজ ডিলার এবং জেলা/উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে কৃষকদের মাঝে বীজ বিক্রয় করা হচ্ছে।

জাতীয় উৎপাদন, কৃষকদের উন্নয়ন ও সরকারের বোরো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে খেয়াল রেখে বিতরণ থেকে শুরু করে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কৃষকরা যাতে সময়মত ন্যায্যমূল্যে বোরো ধান বীজ পায়, সেজন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বোরো ধানের বীজ নিয়ে কোনো রকম সংকট হবে না। ফলে বোরো মৌসুমে সরকারের বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

## ভেতরের পাতায়.....


তিউনিশিয়া হতে ৩ লক্ষ মে.টন টিএসপি এবং মরক্কো হতে ১.৫০ লক্ষ মে. টন টিএসপি ও ১.৫০ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি ..... ০৩

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ আলু উৎপাদন বিষয়ক চুক্তিবদ্ধ চাষী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত ..... ০৯

বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী এখন বান্দরবানের বোমাং রাজা ..... ১০

বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন ..... ১১

বাংলা বানান সঠিকভাবে লেখার কিছু নিয়মকানুন ..... ১৩

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি ..... ১৬


যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য


বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd

# তিউনিশিয়া হতে ৩ লক্ষ মে.টন টিএসপি এবং মরক্কো হতে ১.৫০ লক্ষ মে. টন টিএসপি ও ১.৫০ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি

বাংলাদেশে টিএসপি এবং ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিউনিশিয়া হতে ৩ লক্ষ মে.টন টিএসপি এবং মরক্কো হতে ১.৫০ লক্ষ মে.টন টিএসপি ও ১.৫০ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার আমদানি চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে Groupe Chimique Tunisien (GCT), তিউনিশিয়া ও Office Cherifien Des phosphates. Societe Anonyme (OCP S.A.) মরক্কোর আমন্ত্রণে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল তিউনিশিয়া এবং মরক্কো সফর করেন।

*তিউনিশিয়ায় সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও Groupe Chimique Tunisien (GCT) এর Chairman and Managing Director Mohamed Nejib MRABET*

উক্ত প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিশাখা) জনাব পুলক রঞ্জন সাহা ও বিএডিসি'র ব্যবস্থাপক (পরিবহণ) জনাব মো: নুরুল আলম। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সাথে গত ০৪ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ GCT, তিউনিশিয়ার সাথে একটি সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি এবং ০৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ OCP S.A. মরক্কোর সাথে দুইটি সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে টিএসপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিউনিশিয়া হতে টিএসপি সার আমদানির জন্য Groupe Chimque Tunisien (GCT), তিউনিশিয়া এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে বিগত ২৯ জুলাই ২০০৮ তারিখে সমঝোতা স্মারক (MOU) সম্পাদিত হয়। এর আলোকে বিগত ২০০৮-০৯ আর্থিক সাল হতে প্রথম বৎসরে ১.০০ লক্ষ মে.টন, দ্বিতীয় বৎসরে ১.০০ লক্ষ মে.টন, তৃতীয় বৎসরে ১.৫০ লক্ষ মে.টন এবং চতুর্থ বৎসরে ১.৫০ লক্ষ মে.টন, পঞ্চম বৎসরে ২.৫০ লক্ষ মে.টন টিএসপি সার FOB ভিত্তিতে আমদানি করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ চুক্তির আওতায় আটটি লটের আমদানি কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতি লটে ২৫,০০০ মে.টন (±৫%) করে ১২টি লটে মোট ৩ লক্ষ মেঃ টন টিএসপি সার আমদানির জন্য বিগত ০৪ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে একই তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

*তিউনিশিয়ায় Groupe Chimique Tunisien (GCT) ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দের বৈঠক*

*(বাকী অংশ ০৪ এর পাতায়)*

# বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের অধীনে প্রকল্পের আওতায় কাজের অগ্রগতি/সাফল্য

বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন ১১টি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সেচ সুবিধা প্রদান করে দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য জুলাই/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত সময়ে নিম্নবর্ণিত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে

| ক্রমিক নং | প্রধান প্রধান কাজের বিবরণ | একক | প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৪-১৫) | বাস্তবায়িত সংখ্যা/ পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১। | খাল পুনঃখনন | কিঃমিঃ | ৪৯০ | ৩৫ |
| ২। | বেড়ী বাঁধ নির্মাণ | কিঃমিঃ | ১০ | ৩ |
| ৩। | ভূ-পরিস্থ সেচ নালা নির্মাণ | কিঃমিঃ | ৫.৬ | ৪ |
| ৪। | গভীর নলকূপ পূনর্বাসন | সংখ্যা | ২৩৫ | ৩২ |
| ৫। | গভীর নলকূপ স্থাপন | সংখ্যা | ১৫৭ | ২৪ |
| ৬। | বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ | কিঃমিঃ | ৪৩৪.৮৭ | ৯৮ |
| ৭। | শক্তি চালিত পাম্প স্থাপন | সংখ্যা | ১৭৩ | ১০৮ |
| ৮। | সেচ অবকাঠামো নির্মাণ | সংখ্যা | ৪০০ | ৫৮ |
| ৯। | সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ | সংখ্যা | ৩৮৩ | ১২৫ |
| ১০। | স্মার্টকোড প্রিপেইড মিটার স্থাপন | সংখ্যা | ২০১ | ৩৯ |
| ১১। | ওভারহেড আরসিসি নালা নির্মাণ | মিটার | ১০৭৫ | ৪৩৫ |
| ১২। | প্রশিক্ষণ (কৃষক/ফিল্ডম্যান/ম্যানেজার) | সংখ্যা | ২৬৫৫ | ১৮০০ |
| ১৩। | সেচের আওতায় আনিত জমি | হেক্টর | ৬০০০০ | ১৫০০০ |

## গত দুই মাসে বিএডিসি'র ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৫০১ মে:টন (প্রায়) সার বরাদ্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নভেম্বর-ডিসেম্বর/ ২০১৪ মোট- ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৫০০.৯০ মে:টন সার বরাদ্দ দিয়েছে। কৃষক পর্যায় বিতরণ করা হয়েছে ২৪৯.৫৭২ মে:টন সার। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ১৩৫,৩৮৩ মে:টন, এমওপি ১২৩, ৩০০.৯০ মে:টন এবং ডিএপি ৪৭,৮১৭ মে:টন। ১ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখ মজুদ সারের পরিমাণ ৪১৮,৬৬০ মে:টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

## তিউনিশিয়া হতে ৩ লক্ষ মে.টন টিএসপি এবং মরক্কো হতে ১.৫০ লক্ষ মে. টন টিএসপি ও ১.৫০ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি

*(৩ এর পাতার পর)*

বাংলাদেশে টিএসপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কো হতে টিএসপি সার আমদানির জন্য OCP S.A.মরক্কো এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে বিগত ২৯ জুলাই ২০০৮ তারিখে সমঝোতা স্মারক (MOU) সম্পাদিত হয়। এর আলোকে বিগত ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে প্রথম বৎসরে ১.০০ লক্ষ মে.টন, দ্বিতীয় বৎসরে ০.৭৫ লক্ষ মে.টন, তৃতীয় বৎসরে ০.৫০ লক্ষ মে.টন, চতুর্থ বৎসরে ১.২৫ লক্ষ মে.টন, পঞ্চম বৎসরে ১.০০ লক্ষ মে.টন এবং ষষ্ঠ বৎসর ১.০০ লক্ষ মে.টন টিএসপি সার FOB ভিত্তিতে আমদানি করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতি লটে ২৫,০০০ মে.টন (±৫%) করে ৬টি লটে মোট ১.৫০ লক্ষ মেঃ টন টিএসপি সার আমদানির জন্য বিগত ০৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে একই তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কো হতে ডিএপি সার আমদানির জন্য OCP, মরক্কো এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে বিগত ২০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সমঝোতা স্মারক (MOU) সম্পাদিত হয়। এর আলোকে বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে প্রথম বৎসরে ১.০০ লক্ষ মেঃ টন, দ্বিতীয় বৎসরে ১.০০ লক্ষ মেঃ টন, তৃতীয় বৎসরে ০.৫০ লক্ষ মেঃ টন ডিএপি সার FOB ভিত্তিতে আমদানি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রতি লটে ২৫,০০০ মেঃ টন (+৫%) করে ৬টি লটে মোট ১.৫০ লক্ষ মেঃ টন ডিএপি সার আমদানির জন্য বিগত ০৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে একই তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

# চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের তালিকা

| ক্রমিক নং | উন্নয়ন প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন কাল |
|---|---|---|
| ফসল সাব সেক্টর ( ১০টি)ঃ | | |
| ১ | সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প (বিএডিসি অংগ) | জুলাই, ১০- জুন, ১৫ |
| ২ | কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (বিএডিসি অংগ) | জুলাই, ১০- জুন, ১৫ |
| ৩ | মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অংগ) | জানুয়ারী, ১১ - জুন, ১৬ |
| ৪ | খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (বিএডিসি অংগ) | জুলাই, ০৯- জুন, ১৬ |
| ৫ | মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিএডিসি অংগ) | জুলাই, ১১- জুন, ১৬ |
| ৬ | দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজবর্ধণ খামার স্থাপন প্রকল্প | জুলাই, ১১- জুন, ১৪ |
| ৭ | ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি (বিএডিসি অংগ) | জুলাই, ১১- জুন, ১৬ |
| ৮ | পিরোজপুর - গোপালগঞ্জ - বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প | জুলাই, ১২- জুন,১৭ |
| ৯ | বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষাণাবেক্ষন, পুনর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরন প্রকল্প | জুলাই, ১৩ - জুন,১৮ |
| ১০ | নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল, তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প | ফেব্রুয়ারী, ১৪ - জুন,১৮ |
| | মোট (ফসল সাব সেক্টর)ঃ ১০টি | |
| সেচ সাব সেক্টর (৭টি) | | |
| ১১ | সেচ কাজে বিএডিসি'র অচালু/অকেজো নলকূপ সচলকরণ প্রকল্প | জুলাই, ১০- জুন, ১৫ |
| ১২ | বৃহত্তর ঢাকা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জুলাই, ১০- ডিসেম্বর, ১৪ |
| ১৩ | পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) | মার্চ, ১৪- জুন, ১৫ |
| ১৪ | বৃহত্তর ফরিদপুর ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প | জুলাই, ১১- জুন, ১৫ |
| ১৫ | ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) | জুলাই, ১১- জুন, ১৪ |
| ১৬ | পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জানুয়ারী, ১৩- জুন, ১৭ |
| ১৭ | বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প | জুলাই, ১৩- জুন, ১৭ |
| ১৮ | বাংলাদেশের দক্ষিণ অববহিকা (বরিশাল) অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পুনর্বাসন প্রকল্প | জুলাই,১৪- জুন, ১৬ |

## বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের ২৫টি কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত অর্জনের প্রতিবেদন

| ক্রমিক নং | ২৫টি কর্মসুচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের নাম | একক | লক্ষ্যমাত্রা ২০১৪-২০১৫ | অর্জন ডিসেম্বর/২০১৪ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | খাল খনন | কিঃমিঃ | ১৫৭.৩ | ৬২.৯২ |
| ২ | বেড়ী বাধ | কিঃমিঃ | ৫ | ২ |
| ৩ | ভূ-পরিস্থ সেচ নালা | মিটার | ১৭৪০০ | ৬০০০ |
| ৪ | ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা | মিটার | ৬৭৭০০ | ১৫০০০ |
| ৫ | স্ট্রাকচার | সংখ্যা | ১৯৩ | ৫০ |
| ৬ | সেচযন্ত্র | সেট | ১৪ | ১৪ |
| ৭ | পাম্প হাউজ | সংখ্যা | ১৫ | ৬ |
| ৮ | গনকূ খনন ও কমিশন | সংখ্যা | ১৯ | ৫ |
| ৯ | বিদ্যুতায়ন | সংখ্যা | ৯৫ | ২০ |
| ১০ | পুকুর খনন | বর্গমিটার | ১০০০০ | ৪০০০ |
| ১১ | সেচকৃত এলাকা | হেক্টর | ১৯৫৮৬ | ৭৫০০ |
| ১২ | খাদ্য উৎপাদন | মেট্রিক টন | ৬০১৯০ | ১৮৭৫০ |
| ১৩ | প্রশিক্ষণ | জন | ৩০০ | ১৫০ |

## চলতি মৌসুমে উৎপাদিত দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য

২০১৪-১৫ সালে উৎপাদিত প্রত্যায়িত/মানঘোষিত দেশী ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য ১৩/১১/২০১৪ তারিখে " ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়:

| উৎপাদন বর্ষ | সংগ্রহ মূল্য (টাকা/ কেজি) | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | সকল প্রকার দেশী | সকল প্রকার তোষা | এ দর সংগ্রহ কার্যক্রমের শুরু হতে কার্যকর হবে |
| ২০১৪-১৫ | ১২৫/- (একশত পচিশ টাকা) | ১১৫/- (একশত পনের টাকা) | |

## বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড এর দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উদযাপন

গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বিএডিসি'র সেচভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে "বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড" এর দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উদযাপন ও বর্ষপঞ্জি/২০১৫ এর মোড়ক উন্মোচন সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সহঃ সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিএডিসি'র অবঃপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ওসমান গণি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ হেদায়েতুল বারী, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও আহবায়ক মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় পরিষদ। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ঢাকা ও উপদেষ্টা, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) বিএডিসি, ঢাকা ও উপদেষ্টা, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, ঢাকা ও উপদেষ্টা, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড। জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, সভাপতি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, ঢাকা। জনাব মোঃ সেলিম রেজা, সাধারণ সম্পাদক, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, ঢাকা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ডাঃ আফরোজা খানম, সভাপতি, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড ও প্রধান চিকিৎসক, বিএডিসি, ঢাকা। প্রধান অতিথি সেচভবনস্থ বিএডিসি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড এর অফিস কক্ষ উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মনে ধারণ করে সবাইকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে, পাশাপাশি বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডকে আরো সু-সংগঠিত ও একত্রিত হয়ে একটি শক্তিশালী সন্তান কমান্ড গঠন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিশেষে তিনি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সার্বিক উন্নতি কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

*"বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড" এর বর্ষপঞ্জি/২০১৫ এর মোড়ক উন্মোচন করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ওসমান গণি। ছবিতে বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের উপদেষ্টামণ্ডলী ও সন্তান কমান্ডের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে*

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন, জনাব মেরিনা সারমীন, কার্যকরী সদস্য, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড ও মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়), বিএডিসি, ঢাকা। জনাব স্বপন কুমার দাস, সহ-সভাপতি, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড ও উপসচিব (সংস্থাপন), বিএডিসি, ঢাকা। জনাব মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড ও উপসহকারী পরিচালক, বিএডিসি, ঢাকা। জনাব চঞ্চল বিশ্বাস, দপ্তর সম্পাদক, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড ও সহঃ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।

# পদোন্নতি

* উপপ্রধান (মনিটরিং), ভারপ্রাপ্ত প্রধান (মনিটরিং) পদে কর্মরত জনাব আহমেদ হাসান আল মাহমুদকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপ্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি, ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপব্যবস্থাপক (তদন্ত), ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) পদে কর্মরত জনাব মোঃ ফেরদৌস রহমানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ব্যবস্থাপক (তদন্ত), বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপসচিব, যুগ্মসচিব (সওব্য) এর চলতি দায়িত্ব ও উপসচিব (আইন) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজীকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্ম সচিব (সওব্য) বিএডিসি, ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপসচিব (নিওক), যুগ্মসচিব (নিওক), এর চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদকে যুগ্মসচিব (সংস্থাপন), বিএডিসি, ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপব্যবস্থাপক (তদন্ত), পদে কর্মরত জনাব মোঃ তুহিনুজ্জামানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ব্যবস্থাপক (ক্রয়), বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপব্যবস্থাপক (ক্রয়), ব্যবস্থাপক (ক্রয়) এর চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব কানিজ ফারজানাকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ব্যবস্থাপক (ক্রয়), বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ) পদে চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব তাপসী রানী বসাককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

## বিএডিসি'র অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কমিটি গঠন

গত ১ নভেম্বর বিএডিসি পাবনা জেলার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমস্যা সমাধান ও কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিএডিসি পাবনা সেচ ক্যাম্পাসে অবসরপ্রাপ্ত সহকারী ক্যাশিয়ার সিরাজুল ইসলামের আহবানে বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিএডিসি'র পাবনা জেলার বিভিন্ন স্তরের অবসরপ্রাপ্ত ৭০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সিবিএ পাবনা জেলা শাখার সভাপতি জনাব মোঃ মেজবাহুর রহমান।

সভায় অবসরপ্রাপ্তদের নানাবিধ সমস্যা ও সমাধানের বিষয় নিয়ে বক্তব্য দেন অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী খান, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আঃ ওয়াহাব, অবঃ অসমু জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, অবঃ সহিরক শ্রী আশোক কুমার ঘোষ, অবঃ সহঃ মেকানিক জনাব মোঃ আজহার আলী, অবঃ সহঃ মেকানিক জনাব মোঃ সামসুদ্দিন মিয়া, অবঃ গুদাম রক্ষক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান।

সভায় সকলের সিদ্ধান্তে "বিএডিসি'র পাবনা জেলার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী কল্যান পরিষদ" নামকরণ করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে আহবায়ক ও জনাব মোঃ আবুল হোসেন, জনাব মোঃ সামসুল আলম, জনাব মোঃ জাহিদুল হক, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, জনাব মোঃ আজাহার আলী এবং জনাব মোঃ সামসুদ্দিন মিয়াকে সদস্য করে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

## নেত্রকোনায় শোকসভা অনুষ্ঠিত

গত ১৮-১২-২০১৪ইং তারিখ নেত্রকোণা বীজ উৎপাদন খামার কার্যালয়ে সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), জনাব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এর সভাপতিত্বে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুম শফিক আহম্মদের স্ত্রী ও কনিষ্ঠ কন্যাসহ নেত্রকোণা জেলার বিএডিসি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের উপস্থিতিতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শোক সভার কাজ শুরু হয়।

সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানান যে, নেত্রকোণা বীজ উৎপাদন খামার দপ্তরের ২৯-১১-২০১৪ইং তারিখ হতে পি,আর,এল ভোগরত গুদাম রক্ষক জনাব শফিক আহম্মদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিগত ১৩-১২-২০১৪ইং তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে বিএডিসি নেত্রকোণা জেলার সকল স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মরহুমের জানাযার নামাজে বিএডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও মরহুমের আত্মীয় স্বজন এবং শুভাকাঙ্খী শরীক হন। শোক সভায় বক্তাগণ মরহুমের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে বিশেষ মুনাজাত করে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। সেই সঙ্গে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তাছাড়া সংস্থার নিকট তার সকল পাওনাদি দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু কৃপাদৃষ্টি কামনা করা হয়।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

# মাগুড়ায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদিত হচ্ছে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য

**সারা দেশ ডেস্ক :** মাগুরার সদর, শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলার বিভিন্ন বিল ও নিচু এলাকা সারা বছর জলাবদ্ধ থাকায় পতিত জমিতে তেমন কোনো ফসল ফলাতে পারতেন না কৃষকরা। ফলে অভাবে দিন কাটছিল এসব এলাকর অনেক মানুষের। বর্তমান সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) মাধ্যমে এসব এলাকায় ২২ কিলোমিটার খাল খনন ও ১৫টি সেচনালা তৈরির কাজ করায় এখানে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে এসব এলাকার মানুষের জীবনযত্রায় দেখা দিয়েছে উন্নয়নের ছোঁয়া। খাল সংলগ্ন বিলসহ নিচু এলাকার জমির জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় জেগে ওঠা জমিতে কৃষকরা অতিরিক্ত ফসল ফলাতে পারছেন। এর পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এখানে। খাল সংলগ্ন এলাকার মানুষ ও মৎস্যজীবীরা কৃষিকাজসহ দেশীয় জাতের মাছ ও অন্যান্য জাতের মাছ আহরণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

জানা গেছে, ২০১১ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন-বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) যশোর অঞ্চল কর্তৃক জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়' মাগুড়া জেলা সদর, শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলায় মোট ২২ কিলোমিটার খাল খননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন, বিলের পানি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন ও ১৫টি সেচ নালাসহ সেচ অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এসব খাল খনন ও সেচ নালা নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ২০১৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত গত ৩ অর্থ বছরে প্রকল্প মেয়াদে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য এ তিন উপজেলার পাকার বিল, হাজিপুর নিম্নাঞ্চল, জগদাল, কাটাখালী, ভুলবাড়িয়া, বারেঙ্গা, বেতবাড়িয়া, জামাতার বিল, কালার বিল, কাজলকোটা বিল, ভড়ভড়িয়া, পুতিয়ার বিল, লতার বিল, দেলুয়াবাড়ি বিল, নরপতি বিল এলাকাসহ বিলের পার্শ্ববর্তী ফটকি ও বেগবতি নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে মোট ২২ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়। সেই সঙ্গে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিলের তীরবর্তী এলাকায় ৯৫০ মিটার লম্বা ১৫টি সেচনালা নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে জেলার এ তিন উপজেলার মোট ২ হাজার ৫০ হেক্টর আবাদি জমির জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ার পাশাপাশি সেচ নালার মাধ্যমে ৪৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা পাচ্ছেন কৃষকরা। এত করে পতিত জমি থেকে ৫ হাজার ১১২ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি ১.২০ লাখ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিএডিসির দেয়া তথ্য মতে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে মাগুড়া জেলার নবগঙ্গা ফটকি, কুমার, চিত্রা নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, নদীর ঢালে ও মোহনায় অতিরিক্ত পলি জমাসহ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে জেলার বিভিন্ন বিলসহ অনেক নিচু জায়গায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের দেয়া হিসাব মতে, জেলায় মোট ১১ হাজার ২৫০ হেক্টর জমিতে জলাবদ্ধতা রয়েছে। যার মধ্যে ২২ কিলোমিটার খাল খননের মাধ্যমে বেশকিছু এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। খালের সংলগ্ন জাগলা, ভাটুয়াইল, ভুরবাড়িয়া ও নরপতির খাল সংলগ্ন এলাকার কৃষক মনিমণ্ডল, সাইফুল ইসলাম, বিজন দাস, সৌমেন দাস ও নিতাই বিশ্বাসসহ অনেকে জানান, খাল খননের আগে এখান-কার বিলসহ অনেক স্থানের জমি জলাবদ্ধ হয়ে থাকতো। বর্তমান সরকারের সময়ে খাল খননের ফলে জমির পানি খালে এসে জমা হয়ে জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় এসব জমিতে তারা ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি এর পানি বিভিন্ন কাজে তারা ব্যবহার করতে পারছেন । এ ছাড়া পাম্পের সাহায্যে সেচনালার মাধ্যমে স্বল্প খরচে খালে জমে থাকা পানি দিয়ে জমিকে সেচ দিতে পারছেন সহজেই। এ কারণে এসব সুবিধা অব্যাহত রাখতে প্রতি বছর খাল ও সেচ নালা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকরা।

একই এলাকার মৎস্যজীবী পরিমল বিশ্বাস, গোপাল বিশ্বাস, সুকেষ বিশ্বাস জানান, এক সময় মাগুড়াসহ আশপাশের জেলায় দেশীয় মাছের অধিকাংশের জোগান আসতো বিভিন্ন বিল, নদীসহ বিভিন্ন জলাশয় থেকে। কিন্তু খাল খনন না করায় এসব জলাশয়ের নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল। বর্তমান সরকার খাল খননের কারণে তারা এসব এলাকায় মাছ চাষ করে দেশীয় মাছসহ অন্যান্য মাছের জোগান বাড়তে সক্ষম হচ্ছেন। বিএডিসি'র যশোর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী চঞ্চল কুমার মিস্ত্রি বলেন, "জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ উন্নয়ন কর্ম সূচির আওতায়" মাগুড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিলসহ নিচু এলাকর জলাবদ্ধতা নিরসন ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাল খনন ও সেচ নালা নির্মান বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই কর্মসূচির আওতায় জেলার সদর, শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলায় বিভিন্ন বিলসহ নিচু এলাকায় ২২ কিলোমিটার খাল খননের ফলে কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় এসব এলাকার মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

*সংকলিত: দৈনিক ভোরের কাগজ*
*১২-১০-২০১৪*

সময় মত
সেচ দিন
অধিক ফসল
ঘরে তুলুন

# মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ আলু উৎপাদন বিষয়ক চুক্তিবদ্ধ চাষী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কারিগরী দিক থেকে বিবেচনা করলে বীজ আলু উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে বেশি যত্ন নেবার প্রয়োজন পড়ে। বীজ আলু উৎপাদনের সবচেয়ে বড় সমস্যা রোগ পোকার আক্রমণ। সারা বিশ্বে আলুর প্রায় ২০০ ধরণের রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে ৫৪ ধরণের রোগ এবং শরীরবৃত্তীয় বৈকল্য লক্ষ্য করা গেছে। এ সকল রোগ ভাইরাস, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, কৃমি, মাইক্রোপ্লাজমা জাতীয় জীবানুর আক্রমণে ঘটে থাকে। আবার খাদ্যাভাব, খাদ্যাধিক্য এবং বিরূপ পরিবেশের কারণেও নানাবিধ আলুর বৈকল্য হয়। বীজ আলু উৎপাদনে এ সমস্ত রোগ খাদ্য ও পরিবেশের বিরূপতা থেকে বীজ আলুর গাছ এবং বীজ আলুকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হয়। তাই বীজ আলু উৎপাদনে বেশি যত্নের প্রয়োজন পড়ে। এ সমস্ত যত্ন নেবার নির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে। সঠিক সময়ে বীজ বপন বীজ আলু উৎপাদনের একটি বিশেষ কার্যক্রম। জাব পোকা ভাইরাস রোগ ছড়ায়; তাই জাব পোকা দমন একটি অবশ্য করণীয় কাজ। ঘন কুয়াশা দীর্ঘ স্থায়ী হলে নাবীধ্বসা রোগের আক্রমণ হতে পারে। এরূপ অনেক কাজ আছে যা সঠিক পদ্ধতি সঠিক সময়ে না করলে বীজ আলু উৎপাদন সম্ভব হয় না।

বীজ আলু উৎপাদনে চুক্তিবদ্ধ চাষীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা বিএডিসি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে বীজ আলু উৎপাদন করে থাকেন। তাই চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করার দরকার। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পে উন্নতমানের বীজ আলু উৎপাদনের কর্মসূচি আছে এবং প্রকল্পে চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ দেবার সংস্থান আছে।

গত ২১ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে উপজেলা পরিষদ হল রুম, সারিয়াকান্দি, বগুড়া বীজ আলু উৎপাদন জোনের ১০০ জন চাষীকে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে বীজ আলু রোপণের ওপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কক্ষে চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে বীজ আলুর বিভিন্ন জাতের ছবিসহ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়। বীজ আলু উৎপাদনে রোগ পোকার আক্রমণ ও দমনের ওপর ছবিসহ বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়। বীজ উৎপাদনকালে চুক্তিবদ্ধ

*প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সংসদ সদস্য কৃষিবিদ জনাব আব্দুল মান্নান এমপি*

চাষীদের করণীয় কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং বীজউৎপাদন মাঠে আলু বীজ আবাদের কলাকৌশল হাতে-কলমে শেখানো হয়। একটি ভালো আলু বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর ফলন বহুগুন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

কৃষিবিদ জনাব আব্দুল মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, বগুড়া-১ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত পরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ) জনাব এ এইচ বজলুর রশিদ, জনাবা সাহাদারা মান্নান, সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, সারিয়াকান্দি উপজেলা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ) কৃষিবিদ শহীদুল ইসলাম সহ অন্যান্য কৃষিবিদ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ দেন। বিএডিসি'র কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের বগুড়া সার্কেলের যুগ্মপরিচালক জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরদার এবং মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে এবং কন্দাল ফসল বিভাগ বগুড়ার উপপরিচালকের ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

## প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় স্থানান্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ০৬ (ছয়) টি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "পিরোজপুর- গোপালগঞ্জ বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প" এর বিএডিসি অংগের প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক খুলনার শিরোনামনিস্থ সেচ কমপ্লেক্স হতে বাগেরহাটের দশানিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের বিএডিসি অঙ্গের প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের নতুন ঠিকানা দেয়া হলোঃ-

**প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়**
"পিরোজপুর- গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)"বাড়ী নং-৭৪, খাঁন জাহান আলী রোড, দশানি (খোদা হাফেজ), বাগেরহাট।

সংশ্লিষ্ট সকলকে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

# বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী এখন বান্দরবানের বোমাং রাজা

মোঃ হাফিজউল্লাহ চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, রাবার ড্যাম প্রকল্প, বিএডিসি

বোমাং রাজার বাড়ি বান্দরবান শহরের যদিপাড়া এলাকার ডনবস্কো হাই স্কুল রোডে, যেখানে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। আর বোমাং সার্কেলের কোন উপলক্ষ থাকলে তো নিমেষেই এলাকা লোকারণ্য! পার্বত্য জেলা বান্দরবান বেড়াতে আসা নতুন কেউ সাধারণত বোমাং রাজার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেন না তা নয়। কেউ কেউ দেখা পান, আবার কেউ বিফল মনোরথ হয়ে ফেরত যান। সাধ থাকলেও অনেকে সময় সুযোগ পান না। ফলে অতৃপ্ত মনে রাজার বাড়ির আশে পাশের ছবি তোলে নিয়ে যান।

বাংলাদেশে আদিবাসীদের অনেকগুলো সম্প্রদায় বান্দরবানে বসবাস করে। এর মধ্যে মারমা একটি শীর্ষ ও ঐতিহ্যবাহী উপজাতি গোষ্ঠী। বোমাং সম্প্রদায় অর্থাৎ মারমা জনগণের বাসস্থান মূলত বান্দরবান জেলায়। মারমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের নিজস্ব প্রশাসন এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভিন্ন। তাদের সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুযায়ী তারা নিজস্ব আচার আচরণ পালন করে থাকেন। মিয়ানমারের আরকান অনুসারী মারমাগণ মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

বর্তমান বোমাং রাজার নাম প্রকৌশলী উ চু প্রু। ১৯৪৭ সনের মার্চ মাসের ১০ তারিখে তিনি বান্দরবান জেলার বোমাং রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোমাং সার্কেলের ১৭তম রাজা। তার পিতামহের ১৪ জন ছেলে ও কয়েকজন মেয়ে ছিল। তম্মধ্যে ৭ ছেলে মিয়ানমারে বোমাং সার্কেলের রাজ পরিবারে এবং অবশিষ্ট ৭জন বাংলাদেশে বোমাং সার্কেলের রাজ পরিবারে বসবাস করেন। পিতা ও পিতা ভাইয়েরা পর্যায়ক্রমে রাজা হয়েছেন। বোমাং সার্কেলের নিয়ম অনুযায়ী সার্কেলের বয়োজ্যেষ্ঠ ও যোগ্যপুরুষ রাজা হিসেবে দায়িত্ব পাবেন। সে হিসেবে প্রকৌশলী উ চু প্রু ২০১৩ সনের জুন মাসে বোমাং রাজা হিসেবে অভিসিক্ত হন। বর্তমান রাজা প্রকৌশলী উ চু প্রু ১৯৭৩ সনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (এগ্রিল) ডিগ্রী লাভ করেন এবং দীর্ঘদিন বিএডিসিতে কর্মরত ছিলেন। তিনি ০৯ মার্চ ২০০৪ তারিখে বিএডিসি হতে অবসর নেন এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় (FAO) কাজ করেন। বর্তমান রাজার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে আর্কিটেক্ট ডিগ্রী অর্জনের পর ঢাকায় ব্যবসা করেন। বর্তমান রাজা বান্দরবান রাজবাড়ির পাশে যদিপাড়ায় ডনবস্কো হাই স্কুল রোডে একটি সুরম্য হোটেল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং রিসোর্টের কাজ চলছে। সাঙ্গু নামের এ হোটেলে দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ অবস্থান করেন। আর সাঙ্গু হোটেল সংলগ্ন নতুন ভবনে বর্তমান বোমাং রাজা বসবাস করেন।

*সর্বডানে রাজা প্রকৌশলী উ চু প্রু এবং সর্ববামে রানী ও প্রকল্প পরিচালক (রাবার ড্যাম) জনাব হাফিজউল্লাহ চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে*

গত ০৭ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বান্দরবানের যদিপাড়ায় ডনবস্কো হাই স্কুল রোডের বাসভবনে বোমাং রাজার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় লেখকের। রাজা এবং রানী দু'জনেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন লেখকের পরিবারকে। বিএডিসিতে থাকাকালীন সময় বর্তমান রাজা এবং লেখক খুবই কাছাকাছি ছিলেন। রাজা হওয়ার পরও বোমাং রাজা প্রকৌশলী উ চু প্রু আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না। দীর্ঘ দুই ঘন্টা পারিবারিক পরিবেশে জীবন সায়াহ্নের বিভিন্ন স্মৃতি নিয়ে আলাপ আলাচনা শেষে লেখক রাজার কাছে জানতে চান, আপনার জীবনের মূল সময়টা কেটেছে বিএডিসিকে ঘিরে। বিএডিসি সম্পর্কে কিছু বলবেন কি? উত্তরে রাজা জোর গলায় বলেন, বিএডিসি এদেশের জনগণের খাদ্য উৎপাদনে নিরবে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য বিএডিসি'র সদস্য হিসেবে আমি আমার মালিকানাধীন সাঙ্গু হোটেলে বিএডিসির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর রেস্ট অর্ধেক ছেড়ে দেব। এ মেসেজ দিয়ে তিনি লেখকের পরিবার দীর্ঘদিন পর তার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করায় ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দেন।

ভাল বীজে
ভাল ফসল

# বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন

কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, মাবীসবৃ প্রকল্প,পিএমইউ, বিএডিসি, ঢাকা

বীজ প্রযুক্তির কার্যকরী প্রয়োগ ছাড়া ভাল বীজ সরবরাহ এবং ব্যবহার বৃদ্ধি সম্ভব নয়। প্রজননবিদ কর্তৃক একটি জাত উদ্ভাবনের পর তা ছাড় করলেই কেবল ব্যবহার উপযোগী হয়। জাত মূল্যায়ণ, ছাড়করণ, জাত সংরক্ষণ, মৌল বীজ সরবরাহ, মৌল বীজ ধাপে ধাপে (মৌল বীজ, ভিত্তি বীজ, প্রত্যায়িত বীজ) পরিবর্ধন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বীজ মান ও বীজ মান নিশ্চিতকরণ (মাঠ পরিদর্শন, বীজ পরীক্ষণ), বীজ বিপণন, বীজ ব্যবসা এসব বিষয় বীজ প্রযুক্তির অন্তর্গত। আমাদের দেশে বীজ প্রযুক্তির কাঠামোগত শিক্ষার অভাব রয়েছে, এর ফলে বীজ সরবরাহ ব্যবস্থায় বীজ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থার উন্নয়নের জন্য বীজ প্রযুক্তির ওপর কাঠামোগত শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর উদ্যোগে এ কোর্সটি ২০০০ সন হতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া হয়ে আসছে। এ কোর্স সমাপনকারী বীজ ব্যবস্থাপনায় সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং বীজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দৃঢ় হচ্ছে।

আইডিবি সহায়তাপুষ্ট 'মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প' এর আওতায় বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন হয়েছে। কোর্সে বীজ ব্যবস্থাপনায় কর্মরত বিএডিসি, ডিএই, এসআরডিআই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কর্মকর্তা এবং বেসরকারী বীজ কোম্পানীর ২০ জন কৃষি স্নাতকধারী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কোর্সটি গত ১৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে শুরু হয়ে ৩ (তিন) মাস ধরে চলে। বীজ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত সব বিষয় কাঠামোগতভাবে বিন্যস্ত করে শিক্ষা দেয়া হয়। ৩ (তিন) মাসে মোট ৩০০ (তিনশত) ঘন্টা ক্লাশ হয়েছে। তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক বিষয়ে ক্লাশ নেয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের বীজ সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা করে একটি থিসিস জমা দিতে হয়েছে।

সন্তোষজনকভাবে কোর্স সমাপনকারীকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে গত ১৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে বলেন যে, কোর্সটি ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জের হাওড়, বাওড় এলাকাসহ কৃষিতে বৈচিত্র রয়েছে। এছাড়া সিলেট অঞ্চলের মাটিতে অম্লতা রয়েছে। এখানকার প্রশিক্ষণ কোর্সটি এলাকার কৃষি উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে বিবেচনায় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেয়া হয়েছে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের আহরিত জ্ঞান বীজ ব্যবস্থাপনা কাজে লাগানোর আহবান জানান। প্রধান অতিথি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. গোলাম শাহী আলম কোর্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান এবং এ ধরণের কোর্সের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ে এমএসসি ও পিএইচডি কোর্স প্রদান করার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

*সার্টিফিকেট বিতরণ করছেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম গোলাম শাহী আলম*

সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শাহাবুদ্দিন, কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর ড. নুর হোসেন মিয়া, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, চেয়ারম্যান, পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিচালক (গবেষণা) এবং কোর্সের সমন্বয়কারী প্রফেসর ড. এ এফ এম সাইফুল ইসলাম সভাপতির ভাষণে বলেন বীজ সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য এ ধরণের কোর্সের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি এ কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততার জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি কোর্সটি সঠিকভাবে সমাপনে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

*যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাদের জন্য*

## অবসর উত্তর ছুটি গ্রহণ

* প্রধান (পরিকল্পনা), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকা ড. মোল্লা আজফারুল হককে ৩১-১২-২০১৪ইং তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ০১-০১-২০১৫ইং তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* মহাব্যবস্থাপক (এএসসি), বিএডিসি, ঢাকা, জনাব মোঃ আতাউর রহমানকে (বীর মুক্তিযোদ্ধা) ৩১-১২-২০১৪ইং তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ০১-০১-২০১৫ইং তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ), বিএডিসি, ঢাকা, জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামানকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ০১ জানুয়ারি ২০১৫ইং তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, চট্টগ্রাম, জনাব মোঃ আমান উল্লাহকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ০১ জানুয়ারি ২০১৫ইং তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* মহাব্যবস্থাপক (বীজ), দপ্তরের, ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি), জনাব মোঃ আব্দুস সোবাহানকে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (এএসসি), বিএডিসি, সিলেট দপ্তরের অফিস সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ মুক্তাদির আহমদকে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* জনসংযোগ বিভাগের গাড়ীচালক জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেনকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ০১ জানুয়ারি ২০১৫ইং তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (এএসসি), বিএডিসি, পটুয়াখালী দপ্তরের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল মাজিদকে (বীর মুক্তিযোদ্ধা) ২৪ নভেম্বর ২০১৪ইং তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ২৫ নভেম্বর ২০১৪ইং তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

## শোক সংবাদ

* মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ), বিএডিসি, ঢাকা দপ্তরের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অবঃ) জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ গত ১৮/১২/২০১৪ইং তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), নেত্রকোনা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, নেত্রকোনা দপ্তরের গুদাম রক্ষক (পিআরএল ভোগরত) জনাব শফিক আহম্মদ গত ১৩/১২/২০১৪ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)।

* উপপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, কুষ্টিয়া অঞ্চলাধীন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন) চুয়াডাঙ্গা দপ্তরে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব শেখ মহিউদ্দিন গত ২৮/১০/২০১৪ইং তারিখে ডায়েবেটিস ও কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* যুগ্মপরিচালক (সার), এর কার্যালয়ে, বিএডিসি, কিশোরগঞ্জ দপ্তরের অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক জনাব সিরাজ উদ্দিন ভূঞা (পিআরএল ভোগরত) গত ২৯/১১/২০১৪ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)।

* উপপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, বরিশাল দপ্তরের অফিস সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক (পিআরএল ভোগরত) জনাব শ্রী সন্তোষ চন্দ্র ভক্ত গত ২২/১১/২০১৪ইং তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

* উপপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, বরিশাল অঞ্চলাধীন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন) বিএডিসি, পিরোজপুর দপ্তরে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ মোবারক আলী মোল্লা গত ১৭/১১/২০১৪ইং তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.. রাজিউন)।

* উপপরিচালক (বীউ), ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন কেন্দ্র, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা দপ্তরে কর্মরত অফিস সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ দলোয়ার হোসেন খাঁন মোল্লা গত ২৩/১২/২০১৪ইং তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* উপপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, যশোর দপ্তরের আওতাধীন আঞ্চলীক বীজ গুদাম, নীলগঞ্জ যশোর দপ্তরের কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মুন্সি আবু আব্দুল্লাহ গত ২২/১২/২০১৪ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)।

* অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত), বিএডিসি, ঢাকা, জনাব মোঃ যোবায়েদ উল্যাহ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

**বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।**

# বাংলা বানান সঠিকভাবে লেখার কিছু নিয়মকানুন

**ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক(বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা**

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হলেও বাংলায় লিখতে গেলে প্রায়শই অনেক বানান ভুল লিখে থাকি। আশা করি লেখাটি থেকে ভুল বানান ঠিক করার কিছু উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

### 'ন', 'ণ' এর ব্যবহার

'র-গুচ্ছ' (অর্থাৎ র, ঋ, রেফ, র-ফলা) এবং ষ,ক্ষ,ঙ্ক- বর্ণের পর 'ণ' হবে যেমন- ঋণ, ঘৃণা, মসৃণ, বর্ণ, কর্ণ, চূর্ণ, পূর্ণ, জীর্ণ, ক্ষণকাল, ভাষণ, ভীষণ, তোষণ, ঘোষণা, ব্রাহ্মণ, অনুবিক্ষণ, ভক্ষণ, লক্ষণ, বিচক্ষণ, সর্বক্ষণ, দক্ষিণ, প্রদক্ষিণ, আকর্ষণ, গবেষণা, মরণ, বরণ, হরণ, হরিণ, কারণ (*করেন), কিরণ, নিবারণ, জনসাধারণ, বিবরণ, ঘ্রাণ, প্রাণ, অপহরণ, বর্ণনাতীত, অপরিণত, অভ্যন্তরীণ, অনুপ্রাণিত, তৎক্ষণাৎ, উপকরণ, প্রেরণ, কিছুক্ষণ, সম্পূর্ণ, প্রাণি, জীর্ণ। তবে মাঝখানে স্বরবর্ণ, প-বর্গ (প-ফ-ব-ভ-ম) এবং 'য়', 'হ' হলেও 'ণ' হবে যেমন- রোপণ, কৃপণ, অর্পণ, রমণী, ন্যায়পরায়ণ, গ্রহণ, ভ্রমণ, প্রমাণ, প্রবীণ(*নবীন), গ্রামীণ, পরিবহণ, পরিমাণ, অপেক্ষমাণ, আক্রমণ (*মান) ইত্যাদি। ব্যতিক্রম ঃ দেশি শব্দ- ধরন, পুরোনো, শিহরন, অঘ্রান, ঝরনা, পরান। বিদেশী কোন শব্দে 'ষ' ও 'ণ' ব্যবহার হবে না যেমন- ইরান, কোরান, হর্ন, কাঠমুন্ড। কিছু শব্দ আছে যেগুলিতে কোন নিয়ম ছাড়াই 'ণ' হবে। যেমন- অণু, কণা, কণিকা, কোণ, কল্যাণ, গণ, গুণ, গৌণ, ঘুণ, নিপুণ, পণ, পণ্য, পুণ্য, বিপণন, বিপণী, বণিক, বাণিজ্য, বাণী, মাণিক, লবণ, লাবণ্য ইত্যাদি। 'ট' বর্গীয় বর্ণের সাথে (ট,ঠ,ড,ঢ,ণ) যুক্ত অবস্থায় 'ণ' হবে যেমন ডাণ্ডা, ঠাণ্ডা, অবগুণ্ঠন, কণ্ঠ, কুণ্ঠ, ঘণ্টা, পণ্ড, প্রচণ্ড, বন্টন, লুণ্ঠন।

### 'ষ' ও 'স' এর ব্যবহার

ইকার (ি), উকার (ু/ূ) এর পর এবং 'ট' বর্গীয় বর্ণের সাথে (ট,ঠ,ড,ঢ,ণ) যুক্ত অবস্থায় 'ষ' হয় যেমন- পরিষ্কার, আবিষ্কার, সুষ্ঠু, সুষম, বিষম, (*সম), অনুষ্ঠিত, দুষ্ট, বৃষ্টি, নিয়মনিষ্ঠা, নিষ্ক্রিয়, নিষ্ফল, দূষিত, নিকৃষ্ট, অভিষিক্ত, প্রতিষ্ঠিত, দৃষ্টান্ত, পৃষ্ঠা, নিষ্ঠা। অ, আ প্রত্যয় এর পর 'স' হয় যেমন-পুরস্কার(পুরঃ+কার), তবে বিদেশী শব্দে 'স' হবে বা ইংরেজীতে st. দিয়ে হলে 'স' হবে যেমন-স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিও, স্টেশন, স্টোর, স্টুডেন্ট, স্ট্রিট, স্টাফ ইত্যাদি।

### 'ই'/'ঈ' কার (ি/ী) এর ব্যবহার

সকল তৎভব, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র শব্দে কেবল 'ই','উ' এবং এদের কার চিহ্ন (ি/ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন- গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, গুলি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, বাঙ্গালি, ইংরেজি, জাপানি, ইরানি, হিন্দি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাষ্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পানি, ফরিয়াদি, আসামি, কুমির, দাদি, বিবি, কুড়ি, ছুড়ি, নিচু, চুন, ভুখা, মুলা, উনিশ। এছাড়া আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই' কার হবে যেমন খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি। স্ত্রী লিঙ্গবাচক শব্দের শেষে দীর্ঘ 'ঈ' (ী) কার হবে যেমন- গাভী, দাসী, রাণী, হরিণী, মানবী, তরুণী, যুবতী, নেত্রী।

### 'উ'/'ঊ' কার/ (ু)/ (ূ) এর ব্যবহার

Nagative অর্থে হলে হ্রস্য 'উ' কার (ু) হবে যেমন- দুর্দিন, দুরবস্থা, দুরন্ত, দুর্দমনীয়, দুর্ভাবনা, দুর্ভোগ, দুর্নাম, দুর্যোগ, দুর্নীতি, দুরারোগ্য, দুরভিসন্ধি, দুরূহ, দুর্গতি, দুর্গন্ধ, দুর্ধর্ষ, ভুল, (ব্যতিক্রম দুর্গ, দুর্গা)। Distance অর্থে হলে দীর্ঘ ঊ কার (ূ) যেমন- দূর, দূত, দূরীভূত, দূরত্ব, দূরবর্তী, দূরদর্শী, দূরদেশ, দূরালাপন, দূরপাল্লা, দূরপ্রান্ত, দূরবিক্ষণ (ব্যতিক্রম দূষিত ও দূষণ) এবং অদ্ভুত আর ভুতুরে শব্দের 'ভুত' ছাড়া সমস্ত ভূতেই দীর্ঘ ঊ কার (ূ) হবে যেমন- উদ্ভূত, সম্ভূত, ভূতপূর্ব, অভূতপূর্ব, অভিভূত, আবির্ভূত, একীভূত, ঘনীভূত, পরাভূত, প্রভূত ইত্যাদি

### 'রেফ' এর ব্যবহার

কোন শব্দেই রেফ এর পর বর্ণদ্বিত্ব হবে না যেমন অর্চনা, অর্জন, অর্থ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য, কর্জ, সর্দার, ধৈর্য, সৌন্দর্য, কার্যালয়, দীর্ঘ (ব্যতিক্রম দৈর্ঘ্য)।

### 'হাইফেন' এর ব্যবহার

মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্যৎ-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, কিছু-না-কিছু, কাগজ-কলম, বই-পত্র, ভয়-ভীতি, বে-আইনি। বহুল শব্দের ক্ষেত্রে মাঝখানে হাইফেন লাগে না যেমন-জীবনকাহিনী, স্বল্পব্যবহৃত এর ক্ষেত্রে হাইফেন লাগে যেমন-শৈশব-কাহিনী।

(চলমান)

## সচরাচর লিখতে ভুল হয় এমন শব্দ/বাক্য

প্রবীণ ও নবীন, পূর্বাহ্ণ(হ+ণ), মধ্যাহ্ন(হ+ন) ও অপরাহ্ণ(হ+ণ), 'নারী' বানান ঠিক আছে কিন্তু 'নারীত্ব' ঠিক নয়, লিখতে হবে নারিত্ব/নারিগণ, জাতি-জাতীয়, পরবর্তী-পরিবর্তন-পরিবর্তনশীল। অতীতমুখী-অতীতমুখিতা, উন্নয়নকামী-উন্নয়নকামিতা, প্রতিবাদী-প্রতিবাদিতা, মন্ত্রী-মন্ত্রিত্ব/মন্ত্রিপরিষদ/মন্ত্রিসভা, সঙ্গী-সঙ্গিনী, অহঙ্কারী-অহঙ্কারিণী, অধিকারী-অধিকারিণী, সাহায্যকারী-সাহায্যকারিণী, মেধাবী-মেধাবিনী, বিরোধী-বিরোধিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উপকারী-উপকারিতা, পরিবাহী-পরিবাহিতা, কল্যাণকামী-কল্যাণকামিতা, উপযোগী-উপযোগিতা, প্রতিযোগী-প্রতিযোগিতা, চাকুরীজীবী-জীবিকা। 'শুধু' ও 'মাত্র' এর একত্র ব্যবহার 'শুধুমাত্র' ঠিক নয় লিখতে হবে শুধু অথবা মাত্র । অক্ষুন্ন-অক্ষুণ্ন, ভিষন-ভিষণ/ভূষণ, পরিপক্ক-পরিপক্ব, সোনালী আশ-সোনালি আঁশ, বৃষ্টির ফোটা-বৃষ্টির ফোঁটা/ফুল ফোটা, সম্প্রতিকালে-সাম্প্রতিককালে, ঙ হচ্ছে ক-বর্গের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ক-বর্গের পর অবশ্যই ঙ হবে ং হবে না যেমন-অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কুর, অঙ্গ, অঙ্গীকার, আকাঙ্ক্ষা, শৃঙ্খল। আগে ছিল 'পাখী' এখন 'পাখি' এভাবে-গাড়ী-গাড়ি, বাড়ী-বাড়ি। চতুর্দিক ঠিক আছে চতুর্পার্শ্বে ঠিক নেই, হবে চতুঃপার্শ্বে। একইভাবে ব্যাবচ্ছেদ-ব্যবচ্ছেদ, ব্যাথা-ব্যথা, ব্যাবধান-ব্যবধান, ব্যাবসা-ব্যবসা। 'তিনি আমাকে কয়েকটি মূল্যবান বই উপহার দিলেন, তন্মধ্যে একটি বই আমার খুব পছন্দ হলো', তন্মধ্যের স্থলে বলতে হবে তার/সেগুলোর মধ্যে একটি বই। সম্ভাবনা ও আশঙ্কা এর ব্যবহার- সম্ভাবনা হবে প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে, আর আশঙ্কা হবে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে। যেমন-শান্তির সম্ভাবনা এবং যুদ্ধের আশঙ্কা। 'ঘরটা রাখতে হবে সার্বক্ষনিক পরিচ্ছন্ন' এর স্থলে হবে 'ঘরটা রাখতে হবে সার্বক্ষনিকভাবে পরিচ্ছন্ন'। 'লক্ষ' মানে ১০০ হাজার এবং 'লক্ষ্য' মানে উদ্দেশ্য, উপলক্ষ। কাপড় পরা-বই পড়া।

## কিছু শব্দকে যুক্তকরে লিখতে হয়

সমাসবদ্ধ পদগুলি একসঙ্গে লিখতে হয় যেমন-আবেদনপত্র, সংবাদপত্র, পূর্বপরিচিত, জীবনবৃত্তান্ত, ধানক্ষেত, খাদ্যকণা, রক্তবিন্দু, আলোকচিত্র, আলোকসজ্জা, উৎপাদনখরচ, উৎপাদনব্যয়, উৎপাদনব্যবস্থা ইত্যাদি। এ বিষয়ে-এবিষয়ে, দেশ প্রেম-দেশপ্রেম, দেশ সেবায়-দেশসেবায়, মুক্তি যুদ্ধ-মুক্তিযুদ্ধ, হত্যা কারী-হত্যাকারী, বিপদ গ্রস্ত-বিপদগ্রস্ত, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বিপদ সমূহ-বিপদসমূহ, গ্রন্থ সমূহ-গ্রন্থসমূহ, নির্মাণ ব্যয়-নির্মাণব্যয়, কল্যানকামী, শান্তিকামী, বার্ধক্যজনিত, ঢাকাগামী, সময়সাপেক্ষ, ব্যয়সাপেক্ষ, ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, পরিশ্রমসাপেক্ষ, মানসম্পন্ন, দীর্ঘজীবী, পেশাজীবী, অঙ্কশাস্ত্র, জীবনকাহিনী, কলমসৈনিক, পিতৃস্নেহ, মাতৃমমতা, পিতৃস্নেহ, মাতৃভূমি, খাদ্যসামগ্রী, ক্রীড়াসামগ্রী, বিলাসসামগ্রী (বিভিন্ন সামগ্রী), অনেককিছু, অর্ধবছর, উৎসাহব্যঞ্জক। পাঁচ শত-পাঁচশত টাকা, চাহিবা মাত্র-চাহিবামাত্র, ভোজন করো-অতিভোজন করো না, এভাবে অতিবৃদ্ধি, অতিকথা, অতিচালাক, অতিদর্পে, অতিবৃষ্টি, অতিমানব, অতিমাত্রা, অতিপরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ (এটি অতি পরিশ্রমসাধ্য কাজ), অনুমাননির্ভর। দানকারী অর্থে 'দাতা' শব্দটি আলাদা লেখা হয় যেমন-তিনি তো দাতা হাতেম তাঈ, বড় দাতা, অকৃপণ দাতা, দাতা দেশ। প্রদানকারী অর্থে 'দাতা' শব্দটি একত্রে লেখা হয় যেমন-পরামর্শদাতা, উপদেশদাতা, ঋণদাতা, সাহায্যদাতা, সংবাদদাতা। 'সহ' সবসময় একসঙ্গে থাকবে যেমন যাত্রীসহ, চালকসহ, সহসভাপতি, সহশিক্ষা, সহযাত্রী, সহমর্মী, সহমর্মিতা, সহধর্মী, সহধর্মিনী। 'ভাবে' শব্দটি যুক্তরূপে লিখতে হয় যেমন-সাধারণভাবে, স্বতাবগতভাবে, বিভিন্নভাবে, ধারাবাহিকভাবে, কতভাবেই, প্রত্যক্ষভাবে, সর্বাঙ্গিনভাবে, অলৌকিকভাবে। বৈষম্যমূলক, সৌজন্যমূলক, নেতৃস্থানীয়, শীর্ষস্থানীয়, বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত। 'বার' যুক্তভাবে লিখতে হয় যেমন-রবিবার/রোববার, একবার, বারবার। 'পূর্ব' শব্দটি যুক্তরূপে লিখতে হয় যেমন-পূর্বপুরুষ, পূর্বদিক, পূর্বকাল, পূর্ববর্ণিত, পূর্বলক্ষণ, পূর্বপাকিস্থান, পূর্ববঙ্গ, অনুগ্রহপূর্বক, নিবেদনপূর্বক, আলোচনাপূর্বক। ব্যয়বহুল, বিলাসবহুল, বৃক্ষবহুল (বহুল আলোচিত, বহুল পরিমাণ), 'মহা' শব্দটি যুক্তরূপে লিখতে হয় যেমন-মহামানব, মহাসম্মেলন, মহাসাগর, মহাসমারোহে, মহাব্যবস্থাপক। ব্যতিক্রমধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী, কৃষিনির্ভর, প্রযুক্তিনির্ভর, কর্তব্যপরায়ণ, অনুগ্রহপূর্বক, ভীতি প্রদর্শনপূর্বক, কল্পনাপ্রবণ, আবেগপ্রবণ, কল্পনাপ্রসূত, পাগলপ্রায়, মৃতপ্রায়, অপারগতাবশত, সৌভাগ্যবশত, অসুস্থবিধায়, ৩ সদস্যবিশিষ্ট। 'এক' এর ব্যবহার-'এক' শব্দটি যদি বিশেষভাবে একটি বোঝায় তাহলে আলাদা লেখা হবে, যেমন- এ কাজটা শেষ করতে তার পুরো এক দিন লাগবে, এক জন লোক এসেছিল, অন্যথায় একত্রে হবে যেমন- একজন লোক এসেছিল (যেকোন লোক বুঝাতে), একদিন সে তার ভুল বুঝতে পারবে, একদিন এক বন্ধু আমাকে বললো, আমরা একদেশে বাস করি, আমরা একবয়সী, আমি এককথার মানুষ, ভদ্রলোকের এককথা, এককথায় এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, একতরফা বিচার, একবাক্যে, একসঙ্গে, একসময়, একরকম/একপ্রকার ভালই আছি, কাজটা একরকম হচ্ছে, এককালীন, তাকে একনজর দেখা দরকার, এরা সবাই একশ্রেণি, এক শ্রেণির লোক মনে করে।

## কিছু শব্দকে আলাদা করে লিখতে হয়

'নাই', 'নেই', 'না', 'নি' পদগুলি শব্দের শেষে পৃথক থাকবে যেমন-বলে নাই, যাই নি, পাব না, তার মা নাই, আমার ভয় নেই তবে শব্দের পূর্বে হলে যুক্ত থাকবে যেমন-নারাজ, নাবালক । অতি অন্যায়, অতি দুঃখী, অতি শীঘ্র। আগামী ও গত শব্দের পরের শব্দ সর্বদা পৃথক থাকবে যেমন- আগামী কাল, আগামী দিন, আগামী বছর, গত কাল, গত দিন, গত বছর, গত রাত।

(চলমান)

### কোন শব্দে বিসর্গ (ঃ) দিতে হবে/হবে না

পুনঃপুন, প্রাতঃস্মরণীয়, প্রাতঃকালীন, অধঃপতন, মনঃকষ্ট, মনঃক্ষুণ্ন, মনঃসংযোগ, মনঃপুত, (ব্যতিক্রম মনোযোগ, মনোনিবেশ), দুঃসময়, দুঃসংবাদ, দুঃশাসন, দুঃসাধ্য, দুঃসাহস, দুঃস্বপ্ন, নিঃশব্দ, নিঃশেষিত, নিঃশ্বাস, নিঃশেষ, নিঃসন্দেহ, নিঃসঙ্গ, নিঃসন্তান, নিঃসম্বল, নিঃস্পৃহ, নিঃস্ব, দুঃখ, কারণবশতঃ, পুনঃপ্রচার, পুনঃপ্রেরণ, বহিঃপ্রকাশ, ইতঃপূর্বে, অতঃপর, অন্তঃকরণ। শব্দের শেষে বিসর্গ(ঃ) থাকবে না যেমন-কার্যত, মূলত, প্রধানত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ।

### সচরাচর ব্যবহৃত যে সকল বানান/বাক্যে ভুল হয়

| ভুল বানান- | সঠিক বানান- | ভুল বানান- | সঠিক বানান |
|---|---|---|---|
| মহতী অনুষ্ঠান- | মহতী সভা/মহৎ অনুষ্ঠান | জবাবদিহিতা | জবাবদিহি |
| নির্ভরতা | নির্ভর | দারিদ্রতা | দারিদ্র্য/দরিদ্রতা |
| মৌনতা | মৌন | অত্র দপ্তর | এই দপ্তর(অত্র মানে এখানে) |
| ইতিপূর্বে | ইতঃপূর্বে | বন্যার ফলশ্রুতিতে | বন্যার ফলে |
| ইতিমধ্যে | ইতোমধ্যে | আঃ রহিম ও তার পরিবারবর্গ | আঃ রহিম ও তার পরিবার |
| সম্মানিত সভাপতি | সম্মানিয় সভাপতি | উৎকর্ষতা | উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্টতা- উৎকর্ষ |
| ইদানিং কাল | ইদানিং | দৈন্যতা | দৈন্য |
| একতৃতা | একত্ব | সৌজন্যতাবোধ | সৌজন্যবোধ |
| প্রেক্ষিত(Perspective) | পরিপ্রেক্ষিত | আপনার একান্ত বাধ্যগত | আপনার একান্ত বাধ্য/অনুগত |
| উল্লেখিত/উপরোল্লিখিত | উল্লিখিত | চলাকালীন সময় | চলাকালীন |
| অধিনস্ত | অধিনস্থ | অভ্যস্থ/বিপদগ্রস্থ | অভ্যস্ত/বিপদগ্রস্ত |
| ভৌগলিক | ভৌগোলিক | শ্রদ্ধাঞ্জলী | শ্রদ্ধাঞ্জলি |
| ৪৯-৫১, দিলকুশা | ৪৯-৫১ দিলকুশা | এতদসংক্রান্ত | এতৎসংক্রান্ত |
| অত্যাধিক | অত্যধিক | উপ-ব্যবস্থাপক | উপব্যবস্থাপক |
| অনুকুল | অনুকূল | অনুযায়ি | অনুযায়ী |
| অনূর্ধ্ব | অনূর্ধ্ব | অন্তর্ভূক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| অবিহিত | অভিহিত | ইদানিং | ইদানীং |
| এক কালীন | এককালীন | ঐক্যমত | ঐকমত্য |
| কর্মচারি | কর্মচারী | কাঙ্খিত | কাঙ্ক্ষিত |
| সরকারী | সরকারি/সরকারীকরণ | একাডেমী | একাডেমি |
| প্রত্যায়ন | প্রত্যয়ন | অগ্রাহায়ন | অগ্রহায়ন |
| কৃষি মন্ত্রী | কৃষিমন্ত্রী | গনপ্রজাতন্ত্রী | গণপ্রজাতন্ত্রী |
| বিজ্ঞপ্তী | বিজ্ঞপ্তি | সূচীপত্র | সূচিপত্র |

### অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে লিখতে ভুল হয়ঃ

**কি ও কী কখন লিখতে হয়?**

প্রশ্ন করলে উত্তর যদি 'হ্যাঁ' বা 'না' হয় সেক্ষেত্রে 'কি' হবে যেমন- তুকি কি খেয়েছ? হ্যাঁ/না

এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে 'কী' হবে যেমন তুকি কী খেয়েছ? ভাত/রুটি।

**নদী ও নদ কখন লিখতে হয়?**

যদি নামের শেষে আকার (া) থাকে তবে নদী যেমন- পদ্মা নদী, যমুনা নদী, মেঘনা নদী, এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে নদ লিখতে হয় যেমন- নীল নদ, ব্রহ্মপুত্র নদ, কপোতাক্ষ নদ।

**মহানগর ও মহানগরী কখন লিখতে হয়?**

যদি নামের শেষে আকার (া) থাকে তবে মহানগরী যেমন- ঢাকা/খুলনা মহানগরী, এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মহানগর লিখতে হয় যেমন- চট্টগ্রাম মহানগর

# মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি

## মাঘ মাস

### বোরো ধানঃ

বোরো ধান রোপনের ভরা মৌসুম এখন। অতিরিক্ত শীতে বোরো ধানের চারায় কোল্ড ইনজুরি হতে পারে এবং চারার বাড়-বাড়ন্ত কমে যেতে পারে। সকাল বেলা ভূ-গর্ভস্থ পানি দিয়ে ফ্লাড ইরিগেশন দিলে কোল্ড ইনজুরি হতে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। ভালভাবে জমি কাদা করে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ২৫-৩০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি.। উর্বর জমিতে পাতলা করে এবং কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা লাগাতে হবে। উত্তমরূপে জমি তৈরী করে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৫৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, ২৫ কেজি জিপসাম ও ৫ কেজি জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মৌসুমে ব্রিধান ২৮, ব্রিধান-২৯, ব্রিধান-৪৫, ব্রিধান-৪৭ ইত্যাদি জাতের ধান আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ মাসের মাঝামঝি দিকে পৌষ মাসে লাগানো বোরো ধানে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার এক সাথে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় হয় এবং কার্যকারিতা কমে যায়। এ জন্য ২/৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পূর্বে জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। জমিতে সার প্রয়োগ করে মাটিতে নিড়ানী দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

### গমঃ

গম ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। গমের জমিতে প্রয়োজন বোধে সেচে ও আগাছা পরিস্কার করে দিতে হবে। আগাম লাগানো গমে কাইচ থোড় আসা শুরু হবে। গমের জমিতে সুপারিশ মত ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

### আলুঃ

আলুর জমিতে এসময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতার প্রকৃতি অনুসারে একরে ১১০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি ও ১৩০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আলুর জন্য কুয়াশাচ্ছান্ন আবহাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কুয়াশাচ্ছান্ন আবহাওয়ায় আলুর নাবী ধ্বসা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিকর্মীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

### শাক-সব্জীঃ

শীতকালীন শাকসব্জীর যত্ন নিতে হবে। টমেটো ও বেগুণ গাছের নীচের দিকের ডাল-পালা ছেঁটে ফেলতে হবে। খুব বেশী হলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রয়োজন। প্রয়োজনে আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

## ফাল্গুন মাস

বোরো ধানের ক্ষেতে ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো ধান রোপণ এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে। ফাল্গুন মাসে বোরো ধান লাগলে তুলনামূলক কম জীবনকাল বিশিষ্ট জাত (ব্রিধান-২৮, ব্রিধান-৪৫) নির্বাচন করতে হবে।

এ মাসে বোরো ধানে থ্রিপস, মাজরা পোকা, পামরী পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করতে পারে। অনুমোদিত কীটনাশক পরিমাণমত স্প্রে করে পোকা দমনের বেবস্থা নিতে হবে। আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন ও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে আলুর মড়ক দেখা দিতে পারে বিধায় ১৫ দিন পর পর ডাইথেন-এম ৪৫ বা অন্য কোন অনুমোদিত কীটনাশক নিয়ম মাফিক প্রয়োজনমত স্প্রে করতে হবে।
আগাম লাগানো পেঁয়াজ, আদা, হলুদ তুলে ফেলতে হবে। আগাম লাগানো তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, শশার আগাছা পরিস্কার ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগাম গ্রীষ্মকালীন সব্জীর চাষ শুরু করা যায়।
এমাসের শেষের দিক হতে পাট বোনা শুরু করা যেতে পারে। জমি উত্তমরূপে তৈরী করে জমিতে জো অবস্থায় বীজ বপণ করতে হবে।

**বিএডিসি'র বীজ ব্যবহার করে অধিক ফসল ঘরে তুলুন**

রংপুরে বিএডিসি'র সব্জী বীজ উৎপাদন খামার পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

বিএডিসি'র অর্থ বিভাগ আয়োজিত বাজেট পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক

রংপুরে বিএডিসি'র বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ পরীক্ষাগার পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

সেচ কাজে বিএডিসি'র অচালু / অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে সেচভবনে আয়োজিত "খাদ্য নিরাপত্তায় পানি" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি। ছবিতে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

সেচ কাজে বিএডিসি'র অচালু / অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে সেচভবনে আয়োজিত "খাদ্য নিরাপত্তায় পানি" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অডিট সভায় উপস্থিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

বিএডিসি'র বোর্ড রুমে Belarusian Potash Company (BPC) এর Director (Sales) Andrey Chushev এর নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

Belarusian Potash Company (BPC) এর প্রতিনিধি দল বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি'র সভায় উপস্থিত চেয়ারম্যান মহোদয়সহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

*আর্টেসিয়ান ওয়েলের মাধ্যমে সেচকৃত বিএডিসি'র ধান চাষ কার্যক্রম*

*বিএডিসি'র মাধ্যমে স্থাপিত ডিজিটাল ওয়েদার স্টেশন*

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ **prdbadc@gmail.com**, ওয়েবসাইট ঃ **www.badc. gov.bd**, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।